ইসলাম কানাডা

শামসুজ্জামান সিদ্দিকী শাহীন

১৮৫৪ সালে কানাডিয়ান কনফেডারেশন গঠনের ১৩ বছর পূর্বে এদেশে প্রথম মুসলিম শিশু জেমস লাভ (James Love) এর জন্ম দেন স্কটিশ বংশোদ্ভূত বধু এগনেজ লাভ (Agnes Love)। অন্টারিওতে জন্মগ্রহণকারী জেমস্ এর নাম তার বাবার নাম অনুসারে রাখা হয়। 'লাভ' দম্পতির সর্বকনিষ্ঠ সন্তান আলেক্সান্ডারের (Alexander) জন্ম হয় ১৮৬৮ সালে (কনফেডারেশন গঠনের ঠিক এক বছর পর)। আরেক মুসলিম দম্পতি জন ও মার্থা সিমন (John & Martha Simon) যারা কিনা Mahmetans নামে সরকারী কাগজপত্রে পরিচিত ছিল। তারা আমেরিকা থেকে মাইগ্রেট করে অন্টারিওতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন ১৮৭১ সালে। মজার ব্যাপার হলো, এ দম্পতিও 'লাভ' যুগলের মতো পশ্চিম ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত। জন ছিলেন ইংলিশ আর মার্থা ফ্রেন্স।

প্রথম মুসলিম ইমিগ্রেন্টদের মধ্যে টিনএজার আলী আবুছাদি (Ali Abouchadi)-র গল্প কানাডার ইতিহাসে বিশেষভাবে স্থান করে আছে। আলেক্সান্ডার হ্যামিল্টন (Alexander Hamilton) নামে সমাধিক পরিচিত লেবানীজ এই যুবক সোনার খনি পাবার আশায় লালা (Lala) থেকে বৈরুত পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে মন্ট্রিয়েলের বোটে বোর্ড হয়েছিলেন উনিশ শতকের প্রথম দিকে। সোনা তাঁর ভাগ্যে না জুটলেও সফল ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন দ্বার উন্মোচণ করেছিলেন তিনি। এরই ধারাবাহিকতায় একই শতকের প্রথম দশকে অন্টারিও ও কুইবেক এবং পরে আলবার্টা ও সাচকেচুয়ানে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেন। যেখানে গড়ে উঠে প্রথম মুসলিম বসতি।

এরপর থেকেই পটপরিবর্তণের নতুন দৃশ্যের সূচনা হয়। দক্ষ পেশাজীবি শিক্ষক, টেকনোক্র্যাট, ব্যবসায়ী, কারিগরী শিক্ষায় পারদর্শীদের বিপুল সমাগম ঘটতে থাকে। ফলে কানাডার অর্থনীতির মূল কাঠামোয় পরিবর্তণের মাধ্যমে মুসলমানরা প্রথমবারের মতো নিজেদেরকে এদেশের জন্য "প্রয়োজনীয়" হিসেবে প্রমাণ করে তোলে। ম্যাকগিল (McGill) বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫২ সালে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ উন্মোচিত হয় এবং এর এক দশক পরে ইউনির্ভাসিটি অফ টরেন্টো মুসলিম ছাত্রদের নতুনদের ভেড়ানোর কৌশল হিসেবে মুসলিম স্কলারদের বিভিন্ন দেশ থেকে এনে বিভিন্ন বিভাগসমূহে নিয়োগ দেওয়া শুরু করে।

কঠোর সংগ্রাম ও সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে নিজেদেরকে ফেলে দিলেও শিঁকড় ধরে রাখতে চেষ্টার এক বিন্দুও কার্পণ্য করেনি এই জনগোষ্ঠী। তারই অনবদ্য স্বাক্ষর এডমন্টনের আল-রাশিদ মসজিদ। ১৯৩৮ সালের ১২ ডিসেম্বর উত্তর আমেরিকার প্রথম মসজিদ হিসেবে এটি আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন সিটির মেয়র ও পবিত্র কুরআনের বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদক আল্লামা ইউসুফ আলীর বিরল উপস্থিতি উদ্ভোধন আনুষ্ঠানিটিকে সত্যিকার অর্থেই ইতিহাস অমর করে রাখবে। মূল অবয়বের খানিকটা পরিবর্তন করে মসজিদটিকে আজ ইসলামী শিল্পের যাদুঘরে পরিনত করা হয়েছে। দেড় শতকেরও বেশী পুরনো ও দ্রুত বিকাশমান কানাডার এই মুসলিম জনগোষ্টী দক্ষ, শিক্ষিত ও অতিগুরুত্বপূর্ণ জাতিতে পরিণত হয়েছে। মোট জনসংখ্যার হিসেবে শতকরা দুই ভাগের নীচে থাকলেও গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্বে অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চেয়ে ঈর্ষণীয় পর্যায়ে এগিয়ে রয়েছে। মসজিদের সংখ্যা আজ হাজার ছুঁই ছুঁই করছে। যেখানে কিনা শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী মুসলমান নিয়মিত/অনিয়মিত পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। অন্যদিকে মূলধারার রাজনীতিতে যে একেবারে পিছিয়ে আছে তাও কিন্তু নয়। বেশ ক'জন মুসলিম এম.পি ও অনেক কাউন্সিলর নির্বাচিত হন প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনে। এদেশে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার জন্য অমুসলমানরা এগিয়ে আসেন স্ব-ইচ্ছায়। জাতীয় দৈনিক ও মিডিয়ায় বিশেষকরে টেলিভিশন চ্যানেলে মুসলমানদের উপস্থিতি খুব সরব না হলেও একবোরে যে নীরব তাও নয়। যেমন, গত ফেব্রুয়ারীতে ৩৯ বছর বয়সী চিত্র নির্মাতা জারকা নওয়াজ (Zarka Nawaz) এর রচিত ধারাবাহিক কমেডি সিরিজ 'Little Mosque on the Prairie' কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (CBC) এর সর্বাধিক জনপ্রিয় কমেডি শো'তে পরিণত হয়েছে সকল সম্প্রদায়ের মাঝে।

প্রায় প্রতিটি মসজিদে জুমআ'র একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হয়। তবুও লোকে লোকারণ্য! কি পুরুষ, কি মহিলা, আবাল-বৃদ্ধবণিতার মহাসমাগম চোখে দেখার মত। অথচ সপ্তাহের এ দিনটি সাপ্তাহিক ছুটির দিন না হলেও ঠিকই অফিস ম্যানেজ করে মুসলমানরা সরব উপস্থিতির মাধ্যমে জানান দিয়ে যায় তারা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক বিশ্বাসী জাতি।

অধিকাংশ মসজিদেই ইংরেজীতে খুৎবা হয় বেশ আধুনিক ঢংয়ে। আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিমণা ব্যক্তিবর্গই সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত গোছালো আলোচনার মাধ্যমে খুৎবার অপরিহার্যতা বাড়িয়ে দেন। বিভিন্ন দেশ বিশেষকরে মধ্যপ্রাচ্য, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের ইসলামী আন্দোলনের ভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গই ঘুরে ফিরে খুৎবা দিয়ে থাকেন। তবে নও মুসলিম বিশেষকরে, কৃষ্ণাঙ্গরাও এক্ষেত্রে খুব একটা পিছিয়ে নেই। তাঁদের কদাচিত উপস্থিতি ও ভিন্ন ধাঁচের উপস্থাপনা দর্শকদের নজর কাড়ে। এখানে রাজা বা একনায়ক শাসকদের মর্জিমাফিক খুৎবা হয় না, উপমহাদেশের মতো বারচাঁদের খুৎবা বই থেকে নিরস, একগুঁয়ে ও অবোধ্য খুৎবা পাঠ করা হয় না। মহিলাদের প্রবেশে বিধি নিষেধেরও বালাই নেই। বিশেষকরে বাংলাদেশ থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণীরা এখানে এসে 'নতুন ইসলামের' সন্ধান পান। বিভিন্ন সময়ে মহিলা ও বাচ্চাদের জন্য আয়োজিত চমৎকার ও আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম মসজিদের সাথে তাদের সম্পর্ক অত্যাবশ্যকীয় করে তুলেছে। তাই তারা জুমআ'র নামাজের ভিন্ন স্বাদ পরিবারসহ হারাতে চান না।

কানাডার বৃহত্তর জণগোষ্ঠীর মাঝে ইক্না, ইস্না এবং বাংলাদেশীদের মাঝে এমসিসি এর নিয়মিত ও সহজবোধ্য প্রোগ্রাম তাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলছে প্রতিনিয়ত।

ইমিগ্রেন্ট বাবা-মারা স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকলেও এদেশে জন্মগ্রহণকারী ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে আদৌ তা নেই। উত্তর আমেরিকার ন্যাচার বা কালচার বিশেষকরে "স্বাধীণ চিন্তা ও কর্ম" পুরোটাই তারা রপ্ত করে নিয়েছে। যেখানে তাদের পিতৃ-মাতৃভূমিতে অনেকটা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রতিটি প্রশ্নের তারা বাস্তব ভিত্তিক উত্তর চায়। ফলশ্রুতিতে, পিতা-মাতাদের "হোমওয়ার্ক" প্রস্তুত করতে হয় বাচ্চাদের ধর্মীয় নসিহত করার পূর্বেই। কারণ তারা সূত্র ও উৎস জানতে চায়। আর সন্তোষজনক জবাব না পেলে মুখের উপর কড়া মন্তব্য ছুড়তেও দ্বিধা করে না। সেজন্য কোনো কোনো খতিব এর নাম দিয়েছেন **"ইসলাম কানাডা"**-যাতে কোনো গোঁজামিল বা ধর্মান্ধতার বালাই নেই। যেখানে সব 'কেন' এর যুৎসই জবাব রয়েছে। এখানে পিতা-মাতারা নিজেরা ভালামত জেনে শুনে বাস্তব ভিত্তিক উপায়ে বাচ্চাদের উপদেশ দেন। সেজন্য যুগ যুগ ধরে আসা তাদের খারাপ অভ্যাসগুলোর কাটছাঁট করতেও কম কসুর করেন না তারা। এ মুহূর্তে এক পাকিস্তানী ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে হাইকোর্টের সামনের কলোনীতে থাকতেন বাবা-মার সাথে। ইলিশ মাছের স্বাদ ও সাম্পানওয়ালার গান ছিল তার নিত্য সঙ্গী। সারাক্ষণ সিনেমা ও গান মুখে লেগে থাকত আজকের এ পঞ্চাশোর্ধ মানুষটির। আমাকে দেখে মনে হল, তাঁর ভিতর নতুন করে মোচড় দিয়ে উঠল। আজ বেমালুম ভুলেই গেছেন কিভাবে তাঁর ভিসিডি রেকর্ডারটা অপারেট করতে হয়। দুই ছেলে ও এক মেয়েসহ মিসিসাগার জামেয়া মসজিদে নিয়মিত যাওয়ার ও তাদেরকে ভাল মানুষ ও মুসলমান বানানোর আকুতির গল্প আমি তন্ময় হয়ে শুনেছিলাম।

<u>তথ্যসূত্র ঃ</u>

1. Muslims and Islam in Canada- Ali Kettani and M. M'Bows
2. Muslims and Islam in the American Continent Vol I of the Encyclopedia of Muslim Minorities in the world
3. Overview of Canadian Govt. Website
4. CBC's Website

লেখকঃ কানাডায় এক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীতে কর্মরত প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার। ই-মেইলঃ shahin72@gmail.com